শাইখ সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ান

মিল্লাতে ইবরাহীম

অনুবাদ: মাহমুদ আযহার

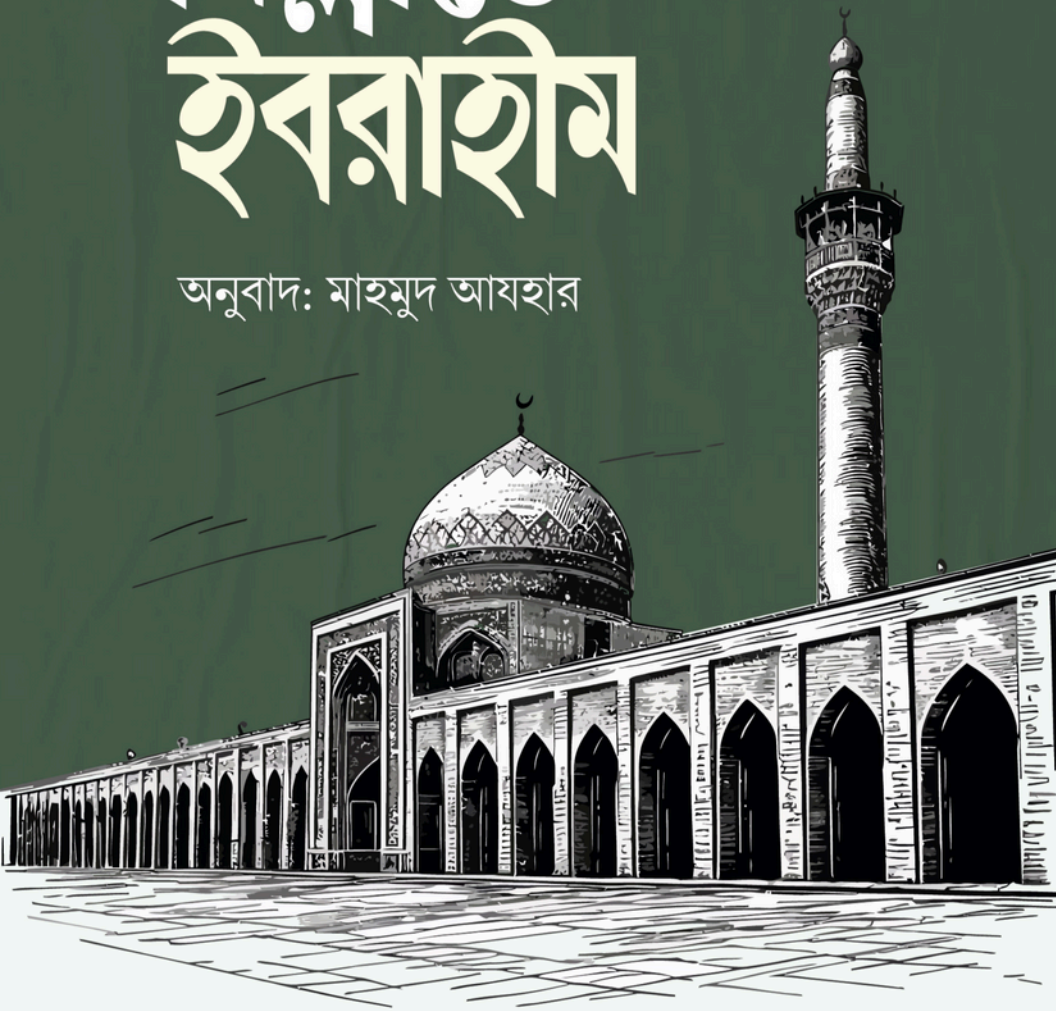

মিল্লাতে ইবরাহীম

শাইখ সুলাইমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ান

অনুবাদ ও টীকা: মাহমুদ আযহার
(তাকমীল) জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা।
(অনার্স চলমান) কুল্লিয়াতুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ
আল-আযহার ইউনিভার্সিটি, কায়রো, মিশর।

প্রকাশকাল : ইসলামি বইমেলা : ১৪৪৬ হিজরী, ২০২৪ ইংরেজি
প্রচ্ছদশিল্পী : আহমাদ বোরহান
গ্রন্থস্বত্ত : ইখওয়াহ পাবলিকেশন কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনী : ইখওয়াহ পাবলিকেশন
পরিবেশনায় : পুনরায় প্রকাশন
প্রাপ্তিস্থান: ৩০৩, তৃতীয় তলা, কওমি মার্কেট, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
হাদিয়া : ১৬০৳
যোগাযোগ : +880 1400-802481

উৎসর্গ

মিল্লাতে ইবরাহীমের ঝাণ্ডাধারী তরুণ প্রজন্মকে

সূচীপত্র

- তাওহীদের প্রকৃত অবস্থা..... ১২
- সিফাতুল্লাহ তথা আল্লাহর গুণাবলীর প্রকারভেদ... ২৬
- মিল্লাতে ইব্রাহীমের বাস্তবতা..... ৩২
- মিল্লাতে ইব্রাহীমের রুকন সমূহ..... ৩৬
- আল —ওয়ালা, ওয়াল— বারা; পরিচয় ও হুকুম.... ৪৬
- ইবনে আব্বাসের আসারের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা....৭০
- শাসকগোষ্ঠী.....৮০
- কুফর বিত-তাগুত....৮২
- ওলামায়ে 'সু'; নিকৃষ্ট আলেম.....৮৫
- উলামায়ে 'সু'দের কতক বৈশিষ্ট্য.....৮৬
- সন্ত্রাসের অপবাদ.....৯২
- খারিজী অপবাদ.....৯৫
- পরিশিষ্ট.....৯৮

মিল্লাতে ইবরাহীমের বাস্তবতা

মিল্লাতে ইবরাহীম– এটি একটি পারিভাষিক শব্দ, যা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মিল্লাত শব্দের অর্থ হলো দ্বীন। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হলেন মুসলিম জাতির পিতা এবং একজন সত্যবাদী নবী। তিনিই আমাদের মুসলিম নামে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين

এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।" –সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৭৮।

মিল্লাতে ইবরাহীমের অর্থ হলো– ইবরাহীমের দ্বীন। আর তা হলো 'তাওহীদ'। কুরআনের প্রায় আট জায়গায় 'মিল্লাতে ইবরাহীম' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। একাধিক হাদীসেও মিল্লাতে ইবরাহীম কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

মিল্লাতে ইবরাহীমের প্রকৃত অবস্থা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী, তিনি বলেন–"

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

ইবরাহীম ও তাঁর সাথে যারা ছিলো, তাঁদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিলো, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো তা থেকে আমরা দায়মুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম; এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হলো চিরকালের জন্য; যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।" –সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (মৃত্যু: ৩১০ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন–"

حينَ قالوا لقومِهم الذين كفَروا باللَّهِ وعبَدوا الطاغوتَ: أيُّها القومُ، إنا برآءُ منكم ومن الذين تَعْبُدون من دونِ اللَّهِ من الآلهةِ والأندادِ. كفَرْنا بكم؛ أنكَرْنا ما كُنتم عليه من الكفرِ باللَّهِ،

সন্ত্রাসের অপবাদ

হে তাওহীদবাদী মুজাহিদ ও আত্মত্যাগী! যদি লিবারেল, প্রতারক ও মিথ্যুক এবং ফেতনাবাজরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি চরমপন্থী, সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী কিংবা মৌলবাদী, তাহলে মনে রাখবে যে, এটা তোমার দ্বীনের ওপর অবিচলতার সার্টিফিকেট। এসব অপবাদের কারণে তুমি ভয় পেয়ো না, একাকীত্ব অনুভব করো না, হতাশও হইও না; বরং তুমি বলো– হে আল্লাহ! এই সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখুন; যার পিছনে শিথিলতা, ভ্রষ্টতা ও আল্লাহর দুশমনদের প্রতি আন্তরিকতা এবং জিহাদ ও মুজাহিদিনদের সাথে সংঘাত রয়েছে।

"সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ বোঝাতে আরবিতে 'ইরহাব' (إرهاب), অথবা 'ইরহাবিয়্যাহ' (إرهابية) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অথচ তা সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজেই 'ইরহাব' শব্দের ব্যবহার করেছেন। ইরহাব তথা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাফির-মুশরিকদের ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতে বলেছেন। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করতে বলেছেন, যাতে তারা মৃত্যুর ভয়ে তটস্থ থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

আর তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে। তোমাদের উপর যুলম করা হবে না।" –সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০।

অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়-অবিচার এবং জুলুম-নির্যাতন বোঝাতে আল্লাহ তা'আলা "ফাসাদ" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।

খারিজী অপবাদ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ শুধুমাত্র গুনাহের কারণে কাউকে তাকফীর তথা কাফির বলে না। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও কবিরা গুনাগারকে কাফির বলে না, যতক্ষণ না সে কোনও অকাট্য কবিরা গুনাহকে হালাল মনে করে।

যারা আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সাথে এ কথা সম্বন্ধযুক্ত করে যে, তারা মুসলিমদের তাকফীর করে, অথবা ঢালাওভাবে সবাইকে কাফির বলে, কিংবা কবিরা গুনাহের কারণে কাউকে তাকফীর করে, তারা তাদের উপর মিথ্যারোপ করে। তাদের নামে মিথ্যাচার করে। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।

কেননা মুজাহিদদের থেকে এ কথা জানা যায় না যে, তাঁরা কবিরা গুনাহের কারণে এবং যে কোনও গুনাহের কারণে কাউকে তাকফীর করেছে। তারা তাকফীরের ব্যাপারে তা-ই বলেন, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলেন। যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে, আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তারা [মুজাহিদগণ] তাদেরকে তাকফীর করেন।

উলামায়ে ইসলাম এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কোনও দ্বিমত পোষণ করেন না, যে ব্যক্তি এমন কোনও কথা বা কাজ, অথবা বিশ্বাস লালন করে, যা ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সাথে যায় না; বরং বৈপরীত্য রাখে। এবং তার ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক কথা বা কাজ কিংবা বিশ্বাসের উপর হুজ্জত-দলীল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার সংশয় দূর করা হয়েছে, এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি কাফির, এতে কারও কোনও দ্বিমত নেই।

আর যারা এই মতাদর্শকে খারিজিদের মতাদর্শ হিসেবে গণ্য করে তারাই বিদআতি, জাহমিয়াহ ও মুরজিয়াহ। তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা কর্মগত ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহেকে ই'তিকাদ-বিশ্বাস, ইসতিহলাল তথা হালাল মনে করা ও জুহুদ তথা অস্বীকার করার সাথে নির্দিষ্ট করে। ই'তিকাদ, ইসতিহলাল ও জুহুদের শর্তারোপ করে থাকে; আর তা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে বাতিল প্রমাণিত।

পরিশিষ্ট

মন্দির মূর্তিপূজার জায়গা। আর তা শিরকের আখড়া। কোনও মুসলিমের জন্য মূর্তি ও মন্দিরের পাহারাদারি করা বৈধ নয়। এতে পরোক্ষভাবে তাদের শিরকি কাজে সহযোগিতা করা হয়। আর পাপকাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা হারাম। শিরকের আখড়া মন্দির পাহারা দেওয়া তো আরও জঘন্যতম অপরাধ। কেউ যদি স্বেচ্ছায় মন্দির পাহারা দেয়, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । আর কুফর শিরকের প্রতি সমর্থন থাকলে তো নিশ্চিত মুশরিক হয়ে যাবে।

পাপকাজে সহযোগিতা করতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।" –সূরা মায়িদা, আয়াত : ২।

দারুল ইসলামে জিম্মি কাফিরদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খলিফাতুল মুসলিমীনের দায়িত্ব। সেখানে তিনি ইসলামের রীতি অনুসারে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। এতে কোনও সমস্যা নেই। কারও কোনও আপত্তিও নেই।

স্মর্তব্য হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ভাই বলে সম্বোধন করা জায়িয নেই। যদি কেউ তাদের ভাই বলে সম্বোধন করে এবং তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সেও তাদের দলভুক্ত হবে। বরং মুমিনরা হলো এক অপরের ভাই। ভ্রাতৃত্ব মূলত তিনভাবে সাব্যস্ত হয়। প্রথমত: দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–"

إنما المؤمنون إخوة

মুমিনরা পরস্পরে ভাই ভাই।" –সূরা হুজরাত, আয়াত : ১০।